লিপি
শিলিগুড়ি, সোমবার, ১২ নভেম্বর, ২০১৮
Siliguri • Monday • November 12, 2018
Arthik Lipi, Page 3

বৃহস্পতিবার ‘কলকাতা শ্রী’ পুরস্কার দেবে পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা পুরসভা ও সিইএসসি আয়োজিত দুর্গাপুজোর মূল প্রতিযোগিতা ‘কলকাতা শ্রী’র প্রাপকদের হাতে পুরস্কার দেবে কলকাতা পুরসভা। জানা গেছে, আগামী বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৫ নভেম্বর শহরের মোহর কুঞ্জে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে। প্রসঙ্গত, ষষ্ঠীর দিন একটি সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছিলেন। এবারের বিচারকদের মতে, সেরার সেরা পুজো হয়েছে চেতলা অগ্রণী, ৯৫ পল্লী, সুরুচি সংঘ, ত্রিধারা অকালবোধন। সেরা পুজো হয়েছে, নাকতলা উদয়ন সংঘ, রাজডাঙা নবোদয় সংঘ, হিন্দুস্থান ক্লাব দুর্গাপুজো কমিটি, অবসর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে অন্যান্য পুজো কমিটিগুলি। তবে এ বছরের প্রত্যেকটি পুজোই একে অপরকে ছাপিয়ে গেছে। এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। তবে বিচারকদের বিচারে বিভিন্ন বিভাগে সেরা পুজো বেছে নিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে, ‘স্বাস্থ্য বান্ধব’ পুরস্কার এই নভেম্বরেই দেবে পুরসভা। ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে বছরভরই কড়া নজর রয়েছে কলকাতা পুরসভার। তবে এবার সেই তৎপরতা আরও বাড়াতে এক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করে পুরসভা। তারই নাম ‘স্বাস্থ্য বান্ধব’ শারদ সম্মান। ওই প্রতিযোগিতার বিজয়ী কমিটিগুলিকে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়। কথা মতোই নভেম্বরেই ‘স্বাস্থ্য বান্ধব’ পুরস্কার দেওয়া হবে পুরসভার পক্ষ থেকে, এমনটাই জানিয়েছেন পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন,‘২২ নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে এই ‘স্বাস্থ্য বান্ধব’ পুরস্কার দেওয়া হবে। আগেই বিজয়ী পুজো কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়ে গেছে’। সেই মতোই পুরস্কার বিতরণ করা হবে’। প্রসঙ্গত, পঞ্চমীর দিন একটি সাংবাদিক বৈঠকে ওই প্রতিযোগীতার ফলাফল ঘোষণা করেন অতীনবাবু। ওই সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানিয়েছিলেন, ‘শারোৎসবের মধ্যে দিয়ে মানুষকে যাতে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া নিয়ে সচেতন করা যায়, সেই লক্ষ্যেই এই প্রতিযোগিতা করার পরিকল্পনা করা হয়। তিনি আরও জানিয়েছিলেন,’ প্রায় ১৬০৫ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। তবে প্রথম বছরে স্বাস্থ্য বান্ধব প্রতিযোগিতায় এত বিপুল পরিমাণ প্রতিযোগিতায় বলা যায়, এটাই দুর্গাপুজোর সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা। মশাবাহিত রোগে এতদিন ধরে আমরা যেভাবে প্রচার করে এসেছি, এই প্রতিযোগিতায় তার পূর্ণতা লাভ করেছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল, শারদীয়া উৎসবকে কেন্দ্র করে ডেঙ্গু নিয়ে জনমানসে প্রচার। পুজো উদ্যোক্তারা তা করেছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের দরজায় কড়া নেড়ে প্রচার চালিয়েছে। পুরসভার দেওয়া স্বাস্থ্য সচেতনতার সামগ্রী নিয়ে প্রচার চালিয়েছে।’ আগামীবছর আরও বেশি সংখ্যক অংশগ্রহণকারী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন এবং এই উদ্যোগ আরও সফল হবে বলেই আশাবাদী অতীনবাবু। জোন ১ এবং জোন ৬’এ টাই হয়ে যাওয়ায় বিচারকেরা দু’টি জোনে চারটি করে পুজো বেছেছেন। মোট ২৬ টি সেরা স্বাস্থ্য বান্ধব পুজো ও ২৪টি মেয়র চয়েস হিসাবে বাছা হয়েছে বলেই জানিয়েছেন অতীনবাবু।

ছটপুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সামগ্রী বণ্টন করা হয় ৪৭ নং ওয়ার্ডে। উপস্থিত ছিলেন সুব্রত বক্সী, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম,বিধায়িকা নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

কলকাতায় আত্মহত্যাই করেছেন ম্যানেজমেন্টের ছাত্র, অনুমান পুলিশের

স্টাফ রিপোর্টার: খুন বা দুর্ঘটনা নয়, আত্মহত্যাই করেছেন জামশেদপুরের ম্যানেজমেন্ট কলেজের ছাত্র হর্ষ বালানি। প্রাথমিক তদন্তে এই অনুমানই করছে পুলিশ। কারণ ধর্মতলার যে হোটেলের রুমের শৌচাগারে হর্ষের দেহ মিলেছে, সেই রুমের বিছানা পরিপাটিই ছিল। কেউ ব্যবহার করেনি। মৃতদেহের পাশে যে ছুরিটি মিলেছে, সেটিও একেবারেই নতুন। এমনকী রুমের ভিতর হর্ষের যে ছোট ব্যাগটি রয়েছে, সেটি বন্ধ অবস্থাতেই ছিল। খোলা হয়নি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ২৪ বছরের ওই ম্যানেজমেন্টের ছাত্র জামশেদপুর থেকে কলকাতায় এসে হোটেলের রুমে ঢুকেই সোজা শৌচাগারে চলে যান। তারপর শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে নিজের গলায় তিনবার ছুরি চালান। কারণ, হর্ষের গলায় ছুরির তিনটে আঘাত রয়েছে। রুমের দরজাও যেহেতু ভিতর থেকে বন্ধ ছিল এবং পুলিশই রাতে হোটেল কর্মীদের থেকে খবর পেয়ে গিয়ে দরজা খোলে তাই এটা আত্মহত্যা বলেই অনুমান করছেন তদন্তকারীরা। এছাড়া তাঁরা আরও জানতে পেরেছেন, আগে অত্যন্ত সক্রিয় থাকলেও সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না গুজরাটের রাজকোটের বাসিন্দা এই যুবকের। ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছিলেন সেলফোনের। এমনকী বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গেও কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন হর্ষ। সে থেকে পুলিশের অনুমান, মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। কিন্তু কেন তা জানতে হর্ষের বন্ধু, আত্মীয় এবং সহপাঠীদের জেরা করা হচ্ছে। কেন তিনি জামশেদপুর থেকে কলকাতায় এসে আত্মঘাতী হলেন সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ভীতি কাটাতে শহরে গণিত বিশেষজ্ঞ

স্টাফ রিপোর্টার: অঙ্ক শেখানো যেতে পারে খেলাচ্ছলে। এর ফলে শিশুমনে তৈরি হবে না অঙ্ক-ভীতি। বরং তা হয়ে উঠবে আকর্ষক। পঠনপাঠন হয়ে উঠবে মজাদার। খুব সহজে তাদের ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যার ব্যাপারটিও শেখানো যাবে। এমনই মতো অস্ট্রেলিয়ার গণিতজ্ঞ জনাথন জে ক্রু যাবট্টির। আজ, রবিবার রোটারি সদনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবেন করেন। কলকাতার বেশ কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়া অংশ নেয় সেখানে। আয়োজক এএফএক্স অ্যানিমেশন। এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকও করেন তিনি। জনাথন বলেন, ছেলেবেলা থেকে গণিতের প্রাথমিক বিষয়গুলি পড়ুয়াদের ভাল করে বোঝাতে হবে। তাহলে ভবিষ্যতে অঙ্ক কষতে সমস্যা হবে না। তারা অঙ্ককে ভালবাসবে। আর এক্ষেত্রে দারুণ কাজ দেবে প্রাচীন ভারতের গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্তের পদ্ধতি। তাঁর দাবি, ব্রিটিশ শাসনে থাকার সময় ভারতের অঙ্ক শেখানোর সহজ-সরল প্রকৃতিগুণেও অনেক ক্ষতি হয়েছে। এখনকার পড়ুয়ারা গতানুগতিক ধারায় অঙ্ক শিখছে। অঙ্ক শেখার ভারতীয় পদ্ধতি এবং যুক্তি কাজে লাগিয়ে অঙ্ককে আরও আধুনিক করে তোলা যেতে পারে। আর যে কোনও দেশের উন্নয়নে অঙ্ক বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আক্ষেপ, যে দেশ দুনিয়াকে শূন্য উপহার দিয়েছে, আজ তারাই ঠিক পদ্ধতিতে অঙ্ক শেখানোয় গুরুত্ব দিচ্ছে না। তিনি বলেন, ধরা যাক, মাটি খুঁড়ে ৪ একক গর্ত করা হল। এবার ভূপৃষ্ঠের ওপর লম্বালম্বি ১ এককের ৫টি সিমেন্টের ব্লক রাখা হল। এখন ভূপৃষ্ঠের ওপর রাখা ব্লকগুলি ধনাত্মক ধরা হলে ভূপৃষ্ঠের নিচের গর্তকে ঋণাত্মক ধরা যেতে পারে। এখানে ভূপৃষ্ঠকে শূন্য (০) হিসেবে ধরতে হবে। এভাবে সহজ হবে বোঝানো।

শহরে আলাপন এন্টারটেইনমেন্টের সূচনা

স্টাফ রিপোর্টার: আলাপন এন্টাটেইনমেন্ট কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে। হাজির হয়েছিলেন বিশিষ্ট ডিজাইনার অগ্নিমিত্র পল তিনি আবার এই সংস্থার ব্র্যান্ড আম্বাসাডর মিস ইন্ডিয়া ২০১৮। এরা একটা পরিকল্পনা নিয়েছে। তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এদের ভাবনাচিন্তা আগামী দিনে ভাল কাজ করবে বলে জানান অগ্নিমিত্র পল। এখান থেকে উঠে আসবে একজন ট্যালেন্ট মিস ইন্ডিয়া। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান বুলবুল আলাপন।

নতুন চমক নিয়ে পর্দায় আসছে ‘দ্রোহকাল’

স্টাফ রিপোর্টার: নিজের মা-বাবাহীন ভাগনিকে মানুষের মতো মানুষ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালান প্রাণেশ চক্রবর্তী। তিনি চেয়েছিলেন মেয়েটি সমাজের আর পাঁচটা মেয়ের মতো আদর্শহীন হয়ে না পড়ে। তাই অকৃতদার প্রাণেশবাবু ভাগনি দীপাকে সমাজের অন্যায় অবিচার থেকে দূরে রাখতে চাইতেন। কিন্তু সেটা হয়ে ওঠে না। শেষ পর্যন্ত ভাগনি সমাজের গড্ডালিকা প্রবাহে গা-ভাসিয়ে দেয়। তাই ধর্মপ্রাণ প্রণবেশবাবু দেখেন এভাবে দীপাকে শোধরানো যাবে না বরং যারা সমাজকে খারাপ করছে তাদের সরাতে হবে। এরপর কী করলেন প্রাণেশ চক্রবর্তী? তাদের হাতের লাঠি কিসের ইঙ্গিত দেয়। জানতে হলে দেখতে হবে এই ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের ছবি ‘দ্রোহকাল’। ছবি পরিচালনা করেছেন রাজিব দাস, ফটোগ্রাফি এডিটিং-এ রয়েছেন মেহবুব চৌধুরি। প্রয়োজনা করেছেন সঞ্জয় মুখার্জি। নিবেদনে অ্যালবাটস। এই স্বল্প দৈর্ঘের ছবিতে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় মুখার্জি (প্রাণেশ), শান্তনা বোস, মোহনা চক্রবর্তী, সুজন সেনগুপ্ত, দেবাশিষ ঘোস মিঠুন রায়। এই ছবির সম্পাদনা করবেন অভিজিৎ পোদ্দার, প্রথম পর্বের শুটিং প্রায় শেষ। শীঘ্রই মুক্তি পাবে ছবিটি।

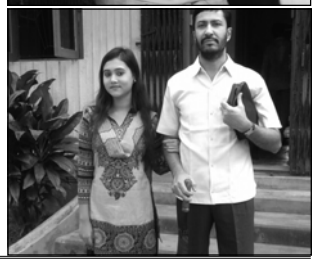

সাতসকালে শহরের রাস্তায় দু’টি পথ দুর্ঘটনা

স্টাফ রিপোর্টার: রবিবারের সকালে রাস্তায় দু’টি পথ দুর্ঘটনা ঘটল। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভোর ৫.৩০ মিনিট নাগাদ সাদার্ন অ্যাভিনিউতে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বেপরোয়া গতিতে আলিপুরের দিক থেকে গোলপার্কের দিকে যাওয়ায় সময় একটি গাড়ি সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে বাতিস্তম্ভে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম হন মহিলা চালক। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলা মদ্যপ ছিলেন এবং গাড়িটি অনেকক্ষণ ধরে ডায়মন্ডহারবার রোড দিয়ে এসেছে। গাড়ির ভিতরে বেশ কয়েকটি মদের বোতলও উদ্ধার করেছে পুলিশ। মহিলা সুস্থ হলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। অপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ আলিপুরে চিড়িয়াখানার সামনে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, একটি গাড়ি আচমকা ফুটপাথের উপর উঠে পড়ে বেশ কয়েকশো মিটার এভাবেই এগোতে এগোতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়িতে চালক ছাড়াও দু’জন আরোহী ছিলেন। পথচলতি মানুষজন ছুটে গিয়ে দেখেন চালক প্রায় সংজ্ঞাহীন। পুরসভার এক সাফাইকর্মী তাঁর চোখেমুখে জল ছিটিয়ে কিছুটা সুস্থ করেন। চালক সহ তিনজনই হাসপাতালে ভর্তি। কীভাবে এবং কেন এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সকালের ফুটপাথে কোনও মানুষজন না থাকায় বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

মমতা অতীত ভুলেছে, নন্দীগ্রামও ভুলেছে : বিস্ফোরক মুকুল

স্টাফ রিপোর্টার: মুকুল রায়ের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতীত ভুলে গিয়েছেন। মমতার স্মৃতিতে আর নেই ‘নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর’। কারণ নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর থেকে তাঁর ‘রাজনৈতিক লাভ’ হয়ে গিয়েছে। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর তাঁকে আর বাড়তি কিছু দিতে পারে না। তৃণমূল কংগ্রেসের ‘সেকেন্ড-ইন-কমান্ড’ ঠিক এক বছর আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের ঘর ভেঙে শুধু কর্মীদেরই নয়, প্রায় কয়েক হাজার পঞ্চায়েত আসন দখল করে দেখিয়েছেন মুকুল। লোকসভা নির্বাচনের কাউন্টডাউনও এবার ভালমতোই শুরু হয়ে গিয়েছে। যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম মমতাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, এখন তার খোঁজ রাখেন না তিনি—জনতাকে তা স্পষ্ট করে দিতে চান মুকুল। নন্দীগ্রামের সেই রক্তাক্ত নভেম্বর অনেকেই ভোলেননি। ভুলতে পারেন না। ২০০৭ সাল। সমানতালে চলছে হিংসা। সিপিএম পার্টির ক্যাডাররা চেষ্টা চালাচ্ছিলেন গ্রামের সিপিএম পরিবারগুলিকে নিজেদের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। অন্যদিকে, ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি তাদের গ্রামে আসতে দিতে চায় না। বাম সরকারের সেই ‘অপারেশন সানসাইন’ নামের গুলির লড়াইয়ের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন—“They have been paid back with their own coin.” বাম সরকারের বক্তব্য ছিল নন্দীগ্রামে বাম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করছে মাওবাদীরা। নভেম্বরের ১২ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় সংসদে নন্দীগ্রাম হয়ে ওঠে আলোচ্য বিষয়। দুই কক্ষেই প্রায় একঘরে হয়ে যায় সিপিএম। বলা হয়, নন্দীগ্রামের সেই ১০ নভেম্বর ১৩ জনকে অপহরণ করে খুন করে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী। একদিকে যখন আগুন জ্বলছে নন্দীগ্রামে তখন রাজ্যের সংস্কৃতিমনস্ক মুখ্যমন্ত্রী চলচিত্র উৎসবের আয়োজন করলেন। কিন্তু নন্দীগ্রামের ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ। অপর্ণা সেন এবং ঋতুপর্ণ ঘোষ বয়কট করেন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব। বিজেপির বক্তব্য, সেই নভেম্বর আর ১১ বছর পর এই নভেম্বর অনেকটাই আলাদা। আবার কিছু ক্ষেত্রে আবার দৃষ্টিকটুভাবে একই রকম। আরও আছেন এক ‘সংস্কৃতিমনস্ক’ মুখ্যমন্ত্রী। যিনি সেদিন নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন। এই শনিবার, ১০ নভেম্বর, নন্দনে অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খানরা চলচিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেছেন। কিন্তু সেদিনের নন্দীগ্রাম আন্দোলনের নেত্রী মমতা, এদিন নন্দীগ্রামের কথা মুখে আনেননি। কেউ আশা করেননি মমতা চলচিত্র উৎসবের মঞ্চে নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গকে তুলে ধরবেন। কিন্তু সেই রক্তাক্ত নভেম্বরের উল্লেখ তার কথা বা লেখাতেও যে নেই। মুকুল বলেন, “লোকসভা নির্বাচনে এবার নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর এক একটা ইস্যু। ওখানকার মানুষের হয়েই কথা বলব আমরা।”

নিউ আলিপুর জে ব্লকে অভিজাত পরিবারের গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার: ছাদে মেয়েকে নিয়ে বাজি পোড়াচ্ছিলেন স্বামী। নিচে স্ত্রীকে ডাকতে গিয়ে দেখেন ঘরের দরজা বন্ধ। বহু ডাকাডাকি, ধাক্কাধাক্কিতেও দরজা খোলেননি। পুরে ছুতোর ডেকে দরজার ছিটকিনি খুলতেই বিভৎস দৃশ্য। সিলিং ফ্যানে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন স্ত্রী। নিউ আলিপুর থানার সাহাপুরের জে ব্লকে এক অভিজাত পরিবারে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে রহস্য দানা বেঁধেছে। বধূর পরিবারের তরফে স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছে। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি আত্মহত্যা। সাহাপুরের জে ব্লকের বাসিন্দা দেবজ্যোতি বর্মন পেশায় আইনজীবী। বছর দশেক আগে মালদহের বাসিন্দা অর্পিতা শর্মার সঙ্গে বিয়ে করেন তিনি। বর্তমানে তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। আপাত সুখী দম্পতির মধ্যে যে বিচ্ছেদের চিড় ধরেছিল, তা আঁচ করতে পারেননি প্রতিবেশীরা। মাঝেমধ্যেই ঘুরতে যেতেন তাঁরা। বন্ধুদের সঙ্গে পার্টি করা থেকে শুরু করে নামিদামি হোটেলে খেতে যাওয়া, সব সময় তাঁদের একসঙ্গেই দেখতেন প্রতিবেশীরা। কালীপুজোর দিন সন্ধ্যায় আবাসনের ছাদে মেয়েকে নিয়ে বাজি পোড়াচ্ছিলেন দেবজ্যোতি। তাঁর দাবি, অর্পিতা ছাদে না যাওয়ায় তাঁকে নিচে ডাকতে যান তিনি। শোওয়ার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অনেক ডাকাডাকি করেও দরজা খোলেননি অর্পিতা। তারপর তিনি এলাকায় কাঠের মিস্ত্রিকে খবর দেন। ছিটকিনি ভেঙে ভিতরে ঢোকেন তিনি। দেখেন, অর্পিতা গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন। পরিবারের তরফেই নিউ আলিপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের পর পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছেন অর্পিতা। কিন্তু কেন? দেবজ্যোতির দাবি, বেশ কয়েক মাস ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তাঁর স্ত্রী। সে কারণে অর্পিতাকে মনোবিদের কাছে নিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অর্পিতা যেতে রাজি হয়নি বলে দাবি দেবজ্যোতির। অর্পিতার শোওয়ার ঘর থেকে একটি চিঠি উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেই চিঠিতে লেখা ছিল, “আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।” বুধবারই নিউ আলিপুর থানায় দেবজ্যোতির বিরুদ্ধে বোনকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন অর্পিতার দাদা।